একটি স্বপ্নের মৃত্যু; প্রবাসে হৃদরোগে মারা গেলেন মুকুল

দিনমজুর বাবা মুকুল হোসেনের স্বপ্ন ছিল দুই ছেলেকে মানুষ করবেন, লেখাপড়া শিখিয়ে গড়ে তুলবেন ভবিষ্যৎ। তাই জীবনের কষ্ট ভুলে চার-পাঁচ বছরের জন্য পাড়ি জমিয়েছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন আজ ছিন্ন-ভিন্ন।

গত ১১ মে, সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে হঠাৎ হৃদরোগে মৃত্যু হয় গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়ার মৃত আরমান আলীর ছেলে মুকুল হোসেনের। মাত্র দুই মাস আগে, গত ১০ ফেব্রুয়ারি পাড়ি দিয়েছিলেন প্রবাস জীবনে। কিন্তু ভাগ্য দিল না স্বপ্ন পূরণের সে সময়।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তার মরদেহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিজ গ্রাম গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়ায় পৌছালে বিকালে নিজ গ্রামের কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয় এই প্রবাসীর মরদেহ।

দিনমজুর মুকুল হোসেনের (৪২) স্বপ্ন ছিল ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন। তাই অর্থের টানে পাড়ি জমিয়েছিলেন সৌদি আরব। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি পাড়ি দেন দাম্মামে। সেখানে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে গাড়ি ধোয়ার শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরিবার জানায়, কঠোর পরিশ্রম করলেও আশাবাদী ছিলেন একটু টাকা-পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরে একটি ছোট ব্যবসা করবেন। কিন্তু ভাগ্য যেন তার সেই স্বপ্ন পূরণ করতে দিল না।

সৌদি যাবার মাত্র দুই মাস পর, গত ১১ মে হঠাৎ হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন মুকুল হোসেন। কিন্তু এই মৃত্যু শুধু মুকুল হোসেনের না, ভেঙে পড়া এক পরিবারেরও।

মুকুলের মরদেহ দেশে পৌঁছায় মৃত্যুর প্রায় ৪০ দিন পর। গতকাল মঙ্গলবার সকালে যখন গ্রামের বাড়িতে যখন লাশ পৌঁছে, তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার ও প্রতিবেশীরা।

স্ত্রী কাজল রেখা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “ছেলে দুইটার জন্যই উনি গেছেন। কিছুদিন কামাই করে ফিরে আসবেন বলছিলেন। আজ লাশ হয়ে ফিরলেন আমার মানুষটা”।

মৃত্যুর প্রায় ৪০ দিন পর মুকুল হোসেনের মরদেহ দেশে পৌঁছে। স্বজনদের চোখে তখন শুধু কান্না আর অনন্ত অপেক্ষার পরিসমাপ্তি। মুকুল হোসেনের বড় ভাই আরিফুল ইসলাম বলেন, “প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবার আমরাই দ্রুত মরদেহ হাতে পেয়েছি। সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। তবে, এত দীর্ঘ সময় লাগলো, এই কষ্ট কোনো পরিবারের কাম্য নয়।”

প্রবাসে কর্মরত হাজারো শ্রমিকের মতোই মুকুল হোসেনও ছিলেন একজন স্বপ্নবাজ বাবা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন থেমে গেছে এক পরিবারের ভরসা, তেমনি প্রশ্ন উঠেছে প্রবাসে কর্মজীবী শ্রমিকদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও দ্রুত মরদেহ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা আরও দ্রুততর করা যায় কিনা।

তামিম আর হামিম এখনো জানে না, তাদের বাবা আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। রেখে গেলেন শুধু এক বুক স্বপ্ন, ভাঙা একটি ভবিষ্যৎ আর স্ত্রীর চোখের শুকিয়ে না যাওয়া জল।

মেহেরপুরে এশিয়ান টিভির সাংবাদিক জনি আর নেই

এশিয়ান টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি (৪০) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলায় হাজিরা দিতে গিয়ে আদালত চত্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। মিজানুর রহমান জনি মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমান জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য ।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) মোখলেছুর রহমান পলাশ বলেন, মিজানুর রহমান জনি মাইয়ো কার্ডিয়াক

ইনফেকশনে (সিভিআর -হার্ট এ্যাটাক) আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিনি মারা গেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় হৃদরোগে মৃত্যুবরণকারীর পরিবার পেলো ৬ লক্ষ টাকার চেক

ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত জীবন বীমা কোম্পানি সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবসায় উন্নয়ন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেইসাথে জীবন বীমা করে হৃদরোগে মৃত্যুবরণকারী এনামুল হক(৪৭) এর পরিবার পেলো ছয় লক্ষ টাকার চেক।

চুয়াডাঙ্গা শাহিদ প্যালেসে সকাল সাড়ে দশটার সময় বীমা কারী প্রতিষ্ঠান সোনালী লাইফ ইন্স্যূরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবসায় উন্নয়ন মিটিংয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং জীবন বীমা করে হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী এনামুল হকের পরিবারের মাঝে আনুষ্ঠানিক ভাবে চেক হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সোনালী লাইফ ইন্স্যূরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ব্রাঞ্চ ইনচার্জ মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং চুয়াডাঙ্গা সেলস অফিসের তত্বাবধানে ব্যবসায় উন্নয়ন মিটিংয়ে ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর রাশেদ বিন আমান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সোনালী লাইফ ইন্স্যূরেন্স কোম্পানি লিমিটেড সব সময় কাজ করে মানুষের জন্য এবং দেশের সকল নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়ন করার জন্য। সোনালী লাইফ ইন্স্যূরেন্স কোম্পানি লিমিটেড সবসময় মানুষের পাশে ছিলো এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

জীবন বীমা করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এনামুল হক(৪৭) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার মাদ্রাসা পাড়ার